ছোটনাগপুরের জঙ্গলে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥ছোটনাগপুরের জঙ্গলে॥

শহর বা তীর্থের জাঁকজমক গোলমাল আমার ভালো লাগে না। আমি চিরদিন নির্জ্জন ভালোবাসি। তাই পাহাড়, নদী, বন-জঙ্গল দেখে বেড়াই। বনে-জঙ্গলে ভগবানের সৃষ্টির কি সৌন্দর্য্যই না দেখি।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস,—আমি তখন ঘাটশীলায়। ছোটনাগপুরের জঙ্গল দেখবার সাধ হোল। মিস্টার সর্দ্দার সিংও রাজী হলেন। আর দেরি নয়—দুজনে বেলা তিনটার ট্রেনে ঘাটশীলা ছেড়ে চক্রধরপুরে এলুম। রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে দুজনে চললুম হরদয়াল সিং-এর বাড়ি—সেখানে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রেস্তোরাঁতে গিয়ে দুজনের রাত্রিযাপন।

সকালে হরদয়াল সিং-এর বাড়ি থেকে এলো ক্ষেত থেকে সদ্য তোলা মূলো—চায়ের সঙ্গে সেই মূলো খেয়ে দুজনে মোটরে করে বেরিয়ে পড়লুম। ভগবানের অসীম দয়া—তাই এমন সব বন্ধু পেয়েচি। না হলে এমন আরামে আমাকে জঙ্গলে নিয়ে যেতো কে? এলুম চাঁইবাসায়।

চাঁইবাসা জায়গাটি বেশ পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি হ্রদ আছে। তেমন বড় না হোলেও ভারি সুন্দর। উঁচু-নীচু পথ—চমৎকার বাঁধানো। পথের একদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, আর একদিকে টানা জঙ্গল। সরকারী ফরেস্ট। এ জঙ্গলে ছোটখাটো জীবজন্তু আছে। পথে সঞ্জয় নদী। নদীর উপর প্রকাণ্ড পুল। পার হয়ে জঙ্গলে পথে ষোল মাইল আসবার পর শলাই বাংলো। দু-বছর আগে এখানে এসেছিলুম। বাবলুর মা রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেকথা মনে পড়লো।

পাশে ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম বাকৈলা। বাকৈলায় হপ্তায় দু-দিন হাট বসে—নানা জিনিস বিক্রি হয়। এ হাটে বাবলুর মা একখানি চাদর কিনেছিলেন—এখানকার তৈরী চাদর। জঙ্গলের দৃশ্য এখানে অদ্ভুত—অপরূপ সৌন্দর্য্য। নিস্তব্ধ বনভূমি—যেন সৌন্দর্য্যের পশরা উন্মুক্ত করে রেখেছে। যাকে বলে ভীমকান্তি দৃশ্য।

বাকৈলায় পৌঁছলুম বেলা তখন একটা। ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো আছে। সেখানে উঠলুম। সঙ্গে খাবার-দাবার ছিল—খেয়ে একটু বিশ্রাম করে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে বেরুলুম জঙ্গল দেখতে। বহুদূর চলে গেলুম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো—চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। আকাশে একটুখানি চাঁদ গাছপালার আড়ালে কোথায় লুকিয়ে আছে, দেখা যায় না। পৃথিবীর মাথার উপর আকাশ যেন নীল চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে—আকাশের গায়ে অপূর্ব্ব নক্ষত্রশ্রেণী। মনে হচ্ছিল—যেন আকাশে দেওয়ালীর দীপ জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করেছিলুম। মনে হচ্ছিল, ভগবানের কি মহাশিল্প এই পৃথিবী! বাবলুর কথা মনে হোল—তার যেন চোখ খোলে। সে যেন ভগবানের এ শিল্প চোখে দেখতে পায়।

বাংলোয় ফিরলুম খানিক রাত্রে। পরের দিন সকাল আটটায় আবার বেরুলাম জঙ্গলের পথে। দুধারে কি ঘন জঙ্গল—আর গাছে গাছে কত রকমের লতাপাতা! গাছপালার আড়ালে ওদিকটা যেন লুকোনো আছে। পথ-

BANGLADARSHAN.COM

চলা পথিক পথে যেতে যেতে জঙ্গলের সব ঐশ্বর্য্য দেখে যাবে, সে উপায় নেই। সে ঐশ্বর্য্য পুরোপুরি দেখতে হলে পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে। কত রকমের গাছ–কত রকমের ফুল! দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে–পিটুনিয়া ফুটেচে। নভেম্বর মাস–জায়গাটা আশ্চর্য্যরজম ঠাণ্ডা। করম, কভিলা, শাল, পিয়াশাল প্রভৃতি গাছ-গাছড়া, বুনো কলা আর বুনো বাঁশ গাছ প্রচুর। দেখতে দেখতে কুরো নদীর ধারে এসে বসলুম। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটা স্টেশন। খানিকক্ষণ বসবার পর মোটরে চড়ে খাজুড়িয়া হয়ে একটা গ্রামে এলুম। গ্রামে হো-দের বাস–সকলেই খৃষ্টান। মেয়েদের মাথায় লাল ফিতা বাঁধা–সকলেই কাজকর্ম্ম করচে। এখানে এক পাদ্রী আছেন, তাঁর নাম ধনকুমার হো। তাঁর সঙ্গে খানিক আলাপ করে বাংলোয় ফিরলুম, বেলা তখন একটা। স্নানাহার সেরে শুয়ে পড়লুম। শোবামাত্র নিদ্রা।

ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি, বেলা পড়ে এসেচে। বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। বারান্দায় সামান্য রোদ পড়েচে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী–সে-সব পাহাড়ের গায়ে রাঙা রোদ। বসে বই পড়তে লাগলুম–"রেজার্স এজ।" পড়তে পড়তে সন্ধার অন্ধকার ঘনিয়ে চারিদিক বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। তখন ঘরে এলুম। ঘরে আগুন জ্বালা হয়েচে–আগুনের পাশে বসে আবার বই পড়া। প্রেমচাঁদের গল্পের বই। বই শেষ করে খাওয়া-দাওয়া। তারপর অনেক রাত্রে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দেখি বনের কি শোভা! আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। তারার ঝিকিমিকি আলোয় নিস্তব্ধ বনভূমি দেখাচ্চে যেন স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। আর কোন কথা নয়। মন কেবলি বলে ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

BANGLADARSHAN.COM

বিকেলে মিস্টার সিং-এর সঙ্গে গৈলকেরা গ্রামে বেড়াতে বেরুলুম। ঘুরে ঘুরে দেখে গ্রামের পিছনে একটা ডুংরীর উপরে উঠে বসলুম–সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্চে–কি চমৎকার দেখাচ্ছিল। এমনি সুন্দর জায়গা আর এমনি সুন্দর দৃশ্যের ছবি কত কল্পনা করেচি, কিন্তু কল্পনায় এ দৃশ্য কোনোদিন ধরতে পারিনি–ভগবান আজ সে ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তুললেন। ডুংরীতে বসেই বাড়িতে চিঠি লিখলুম।

আকাশে অগণ্য নক্ষত্র–শাল বনস্পতির মাথায় অনেক রাত্রেও জ্বলজ্বল করচে অগণিত তারা। সেই শালবনে বসে ভগবানের এই অপূর্ব্ব বিশ্ব-সৃষ্টি দেখে মনে মনে কেবলি বলতে লাগলুম, বাবলু বড় হয়ে যেন এ শিল্প দেখে–দেখে উপভোগ করে।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটরে চড়ে পাল্টু-বাংলোর উদ্দেশে যাত্রা। পথে সরকারী ফরেস্ট–দু'তিনটে বাংলোও দেখা যায়। কি ঘন জঙ্গল! ছোটনাগপুরে বহু জঙ্গল দেখেচি–কিন্তু গৈলকেরার মত এমন ভীষণ জঙ্গল আর কোথাও দেখিনি। জঙ্গলে প্রচুর শালগাছ–জঙ্গলে কাঠুরেরা আসে কাঠ কাটতে। বাঘের কবলে অনেকে মারা যায়। এখান থেকে চার মাইল দূরে সারেন্দা-টানেল। শুনলুম, বিশ-পঁচিশ বছর আগে সেখানে এক প্রকাণ্ড বুনো হাতীর সঙ্গে বি-এন রেলওয়ের একখানা চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ হয়–হাতীটাই জখম হয়ে শেষে মারা যায়।

যেতে যেতে জঙ্গলের প্রান্তে কাঠবোঝাই কখানা গোরুর গাড়ি দেখলুম। সার চলেচে। আরো খানিক এগিয়ে দেখি, পথের ধারে তিনটি ময়ূর—বন থেকে বেরিয়ে পথে এসেচে। আমাদের দেখে, চলন্ত মোটর দেখে তারা সরে গেল না। এমন নির্ভয়! পথে কারো নদী পার হলুম—তারপর কোইনা পার হয়ে শলাই-বাঙলোয় পৌঁছুলুম। খানিকটা বিশ্রাম করে চা-টা খেয়ে সন্ধ্যা নাগান বেড়াতে বেরুলুম। এক জায়গায় একটা নালা। নালার উপর রেলওয়ে-ব্রিজ। ছোট লাইন—কোন মাইনিং ফার্ম আচে, তাদের প্রাইভেট লাইন। লাইনে দুজনে বসলুম—কি চমৎকার দৃশ্য! দুধারে পাহাড়—বন-জঙ্গলে আগাগোড়া ঢাকা লাইন থেকে অনেক উঁচু পর্য্যন্ত—লাইনকে যেন উঁচু পাঁচিলের মত ঘিরে রেখেচে। জঙ্গলের গাছে গাছে পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলচে—আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-চাঁদ। ভগবানের উদ্দেশে দুজনে প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করলুম।

রাত্রি বাড়চে দেখে মিস্টার সিং বল্লেন—এবার ওঠা যাক। আমার উঠতে ইচ্ছা হয় না। আমি বল্লুম—এইখানে পড়ে থাকা যাক সারা রাত। মিস্টার সিং বল্লেন—সর্বনাশ! ঐ জঙ্গলে আছে কত বুনো হাতী, হায়েনা আর বাঘ—নরখাদক বাঘ। তিন-চার দিন হলো, মাইনিং কোম্পানীর তিনজন কুলি এখানে কাজ করছিল—তাদের—তিনজনকেই বাঘে নিয়ে গেচে। কদিন তাই কাজ বন্ধ আচে। শুনে গা ছমছম করে উঠলো।—থাকতে ভরসা হলো না। নদীর ধার দিয়ে চলে আসছিলুম—মিস্টার সিং দেখালেন, নদী-কিনারায় ভিজা বালিতে হাতীর পায়ের দাগ—হায়েনার পায়ের দাগ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন শোভা এমন সৌন্দর্য্য—তার পিছনে মৃত্যুর এ কি করাল ছায়া!

BANGLADARSHAN.COM

পরের দিন মোটরে চড়ে আবার যাত্রা। পথে এক জায়গায় দেখি, উঁচু একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের নীচে গাড়ি থামিয়ে নামা হোল। নেমে উপরে ওঠা। শৈলমালায় ঘেরা একটি টিলার উপরে স্তম্ভ। উঠবার সিঁড়ি আছে—বরাবর। মিস্টার সিং বল্লেন,—আপনার জন্যই কারা ওই টাওয়ারে ওঠবার সিঁড়ি তৈরী করে রেখেছে। সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উপরে উঠলুম। উপর থেকে কতদূর পর্য্যন্ত দেখলুম! বেশ উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী। সিং বল্লেন—শশাংদাবুরু পাহাড়—তিন হাজার ফুট উঁচু। বসে বসে দেখচি আর দেখচি। মনে হচ্চে কোথায় থাকি—আর কোথায় এসেচি আজ! কি সুন্দর জায়গা! সত্যিই চোখে দেখচি? না, স্বপ্ন?

ক্রমে চাঁদ উঠলো—আকাশের রাশি রাশি নক্ষত্র। ভয় হলো বিরাটত্বের রূপ দেখে। নীচে লৌহ-প্রাচীরের মত শৈলমালা—ঘন অরণ্য—মাথার উপর অগণ্য সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা। বিশ্বরূপের বিরাটত্ব বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করলুম। মনে মনে ভাবলুম, তোমার এ রূপ দেখার সুবিধা আর সৌভাগ্য বাবলু যেন পায়, হে ভগবান!

॥সমাপ্ত॥